আমরা সবাই

শ্যামলী খাস্তগীর

আমার ধারণা— দেশী বিদেশী বলে কিছু নেই, এখন সবই মাল্টিন্যাশনাল। সব জায়গাতেই দেখেছি বড় বড় কোম্পানী, এর সঙ্গে প্রমোটার জাতীয় এক ধরনের জীব আছে— election- এর জন্য তারা সব পার্টিকেই টাকা দেয়, পার্টি - পলিটিক্সে মানুষে মানুষে ঝগড়া বাঁধায়। বিদেশেও আমি এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

এখানে হঠাৎ করে আমাদের নজরে এল অম্বুজা সিমেন্ট কোম্পানি খোয়াইয়ের পুরো জমি নষ্ট করে বিশাল আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। এমনিতেই ট্যুরিজমের জন্য শান্তিনিকেতনের পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যখন তীর্থযাত্রী হয়ে আসে তখন শ্রদ্ধা নিয়ে আসে, কিন্তু যখন ট্যুরিস্ট হয়ে আসে তখন যথেচ্ছাচার করতে পারে। এটা সারা পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে। ট্যুরিজম সামাজিক পরিবেশের প্রচণ্ড ক্ষতি করছে।

পৃথিবীকে জীবন থাকার উপযোগী হয়ে উঠতে বহু বছর লেগেছে। তারপর মানুষ এসেছে। অনেক পরে। তারপর তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ সে যে প্রকৃতির অংশ সেটা ভাবতে ভুলে গেল। রবীন্দ্রনাথ সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। মহাশ্বেতাদিও এখানে পড়েছেন। এখানেই গড়ে উঠেছেন। মানুষের প্রতি— গ্রামের মানুষ, আদিবাসীদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে তিনি দাঁড়াচ্ছেন— শান্তিনিকেতনে পড়েছিলেন বলেই তিনি এই শিক্ষাটা লাভ করেছিলেন। ওঁর কথাবার্তাতেও সেটা বোঝা যায়। শান্তনিকেতনে রবীন্দ্র ভাবধারায় অনেক না-বলা বাণী রয়েছে।

যখন বোঝা গেল লাহাবাঁধ বুজিয়ে আবাসন প্রকল্প শুরু করে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে তখন প্রতিবাদটা গড়ে উঠল। এখন যেটাকে লাহাবাঁধ বলা হচ্ছে, ওটা বাঁধই ছিল— আগে আমরা ওটাকে তালপুকুর বলে জানতাম। ওটা তালতোড়ের জমিদারদের ছিল। এক সময় ও-দিকটায় ঘন জঙ্গল ছিল। সেখানে বাঘও এসেছে। সে বাঘ মেরেছিল পাঠভবনের ছেলেরা। বোঝাই যায় তখন ওই জায়গাটা কত জঙ্গল ছিল। ওখানে যে জলাভূমি ছিল (লাহাবাঁধ)—আদিবাসী এলাকার লোকেরা সেই জল ব্যবহার করত। সেই লাহাবাঁধের অনেকটাই বুজিয়ে প্রমোটারদের দেওয়া হল বড়লোকদের হাওয়া খাওয়ার জন্য আবাসন তৈরি করতে। সেটা ঘিরে ফেলে একটা মদ খাওয়ার জায়গা হল। সাঁওতাল মেয়েরা এখন বলে— পয়সা দিয়ে ওরা আমাদের মুখ বন্ধ করে দিল। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, প্রতিবাদ করতে পারলাম না। গ্রামের লোকেরা তো পার্টি - পলিটিক্সের নেতাদের ভয় পায়। সেই সময় মহাশ্বেতাদি এসেছেন কয়েকবার। অম্বুজা সিমেন্ট কোম্পানির আবাসনের ভিতে মহাশ্বেতাদি পদাঘাত করতেই ওটা ভেঙে গেল। মহাশ্বেতাদির মত বয়স্ক একজন মহিলার পায়ের আঘাতেই সেটা ভেঙে যায়। ওঁর পায়ের এমন কি আর জোর! বোঝাই যায় ভিত কেমন ছিল।

খোয়াই তথা শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ শুরু হল তখন অনেকেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের নাম এখন আমার মনে নেই। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা অনেকেই ছিলেন। মহাশ্বেতাদি, বাণী সিংহ, মণীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী এরা সব ছিলেন। মেধা (পাটেকর) একবার এসেছিলেন। বোলপুরের কৃষ্ণপদবাবু, শৈলেন মিশ্র প্রভৃতিরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

অনেক দিন আগে এখানকার আদিবাসীদের জমি প্রায় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি অনেককে জানি তার ন্যায্য মূল্যও পায়নি। এমন একজন হলেন পদ্মা রাহা। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু গায়ের জোরে, অসভ্যতা করে প্রতিবাদ করতে চাইনি। মানুষের বিবেক আর পরিবেশ চেতনা যাতে উদ্বুদ্ধ হয় আমরা সেই চেষ্টা করেছি। প্রমোটারদের সঙ্গে, যেমন তাদের একজন শেলী গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলেছি। বলেছি— আপনারা অন্ততঃ আপনাদের নাতি-নাতনিদের কথা ভেবেও পরিবেশকে রক্ষা করুন। তো ওরা বললেন— আমরা এই প্রকল্পে এত টাকা ইনভেস্ট করেছি, করব না তো কি? ওরা ভাবছেন যে, বিদেশের নকল করে যে পার্ক তৈরি করছেন সেটাই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ চিন্তা এবং প্রকৃতিকে বোঝা, আর এইরকম বড়লোকদের বাগান, আর্টিফিসিয়াল পার্ক তৈরি করা কি এক? কয়েক'শ বছরের পুরনো লাহাবাঁধের জলাভূমি— যেখানে পারিযায়ী পাখিরা আসত, সেটা বুজিয়ে, চারিধারের গাছপালা কেটে এত বাড়ি-ঘর তৈরি হল... লাহাবাঁধ বুজিয়ে দেওয়ার ফলে এলাকার জলস্তর নেমে গেল। আজ লাহাবাঁধের বাঁধত্ব আর নেই। আমরা প্রতিবাদ করার পর খানিকটা ছেড়েছে। খানিকটা জল আছে। আগে সে বিশাল বাঁধ ছিল— সেটা থেকে কত কত লোক চাষবাস, গৃস্থালী ইত্যাদি কাজের জন্য যে লাহাবাঁধের জল ব্যবহার কর— সেটা আর নেই।

আমাদের আগে, অনেক বছর আগে, সুবোধ মিত্ররা এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাতে আমরাও সামিল হয়েছিলাম। তখন পান্নাবাবুও (পান্নালাল দাশগুপ্ত) এই প্রতিবাদে সমর্থন করেছিলেন। পরে আমরা 'আমরা সবাই' নামে আন্দোলন শুরু করি। 'আমরা সবাই' বলতে যারা পরিবেশ দূষণ চায় না। শান্তিনিকেতনকে ভালোবাসে— তারা সকলে। অর্থাৎ, যারা প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস করে নগরায়ণের পক্ষে নয়, যারা পরিবেশ রক্ষা করতে চায় তারা সকলে। পরিবেশ ধ্বংস করার ফলেই গ্লোবাল ওয়ামিং হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে 'সোনার তরী'র মত বাড়ি কেউ বানায়! আমি ওটাকে সাদা বস্তি বলি, ব্রেনে কুষ্ঠ হওয়া লোকেদের বস্তি। শহরে থাকতে থাকতে মানুষের ব্রেনে কুষ্ঠ নিয়েই জন্মেছি। ব্রেনে একটা অসাড়তার সৃষ্টি হয়েছে। ভাবনা-চিন্তা করার শক্তি আমাদের নেই।

এই প্রতিবাদ আন্দোলনে মহাশ্বেতাদির যথেষ্ট ভূমিকা আছে। মহাশ্বেতাদি বা মেধা পাটেকারের মত মানুষ যোগ দিলে স্বাভাবিকভাবেই সেই আন্দোলন আরো বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে শান্তিনিকেতন ও এই

অঞ্চলের আদিবাসীদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে মহাশ্বেতাদি সজাগ ছিলেন। তিনি অনেক বিষয়েই শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

শেষ অবধি লাহাবাঁধ বোজানোর কাজটা একটু পিছিয়ে গেলেও, আমরা ওদের কাজ বন্ধ করতে পারিনি। এটা আমাদের লজ্জা। গায়ের জোরে ওখানে গিয়ে আমরা কোনো সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাইনি। যে কোনো দেশেই হোক না কেন, আদিবাসীদের এক পাশে ঠেলে ভূমিচ্যুত করা, জলাভূমি বোজানো—এসব অত্যন্ত অন্যায় কাজ। আমরা চেয়েছিলাম, প্রমোটাররা বুঝুন যে, তারা শুধুমাত্র ব্যবসায়ী নন, তারাও এই দেশের বাসিন্দা, একজন ভারতীয়। তারা পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসুন। ব্যবসাদারদেরও বোঝা দরকার এই পরিবেশ ধ্বংস হলে সকলেরই ক্ষতি। কিন্তু আমরা তাদের বিবেক জাগাতে পারিনি। এ আমাদেরই অক্ষমতা। S.S.D.A (Shantiniketan Shriniketan Development Authority) যেভাবে শান্তিনিতেনের ক্ষতি করেছে তারা কোনো ক্ষমা নেই ওই বীরেন সেনের পুকুরে (লাহাবাঁধ) তো মহাশ্বেতাদিও স্নান করেছেন। যেসব ব্যবসাদার শুধু পয়সার জন্য মানুষের, সমাজের আর পরিবেশের ক্ষতি করে তাদের কি মানুষ বলা যায়?

যারা এইভবে পরিবেশ ধ্বংসের কাজে মেতে উঠেছেন তাদের কাছে আবেদন তারা নিজেদের সন্তানের কথা ভাবুন, নাতি-নাতনিদের কথা ভাবুন যে, তাদের জন্য কী পরিবেশ রেখে যাচ্ছেন। তারা একটু সবুজের দেখা পাবে কি? আর তা না হলে আজকে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা যেমন পিঠের বইয়ের বোঝা বেঁধে স্কুলে যায়, এক সময় মানুষকেও পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

[দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বীরভূম জেলার সংবাদদাতা হেমাভ সেনগুপ্তের সংযোজন:]

প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এস. ডি. এ. (শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) বৃহত্তর শান্তিনিকেতন এলাকার, একদিকে শ্রীনিকেতন - রূপপুর থেকে অন্যদিকে কোপাই এলাকা পর্যন্ত, ভূমির উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়। এস. ডি. এ. -এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে বাংলা তথা ভারতীয় বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থা এখানে এসে আবাসন কমপ্লেক্স তৈরি করতে শুরু করে। সেই সব এলাকায়, এক কথায় বলা চলে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার স্বপ্নের সাধের খোয়াইয়ে—বৃষ্টির জলে মাটি গলে গিয়ে যে অপরূপ আকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল— শ্যামবাটী সহ বৃহত্তর শান্তিনিকেতনের এলাকায় প্রচুর বড় বড় বাড়ি তৈরি শুরু হয়। এর প্রতিবাদে শান্তিনিকেতনের বহু আশ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, বাংলার অনেক শান্তিনিকেতনপ্রেমী বিদগ্ধজন এগিয়ে আসেন। 'আমরা সবাই' নাম দিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়। সেই প্ল্যাটফর্মে অনেকে একত্রিত হন। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শ্যামলী খাস্তগীর, যোগেন চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। ছিলেন শান্তিনিকেতনের বহু অধ্যাপক এবং আশ্রমিক কর্মীসভা ও অধ্যাপকসভার বিশিষ্ট জনেরা। তাঁরা একটি সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল— এক দিকে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের খোয়াই, সাথের খোয়াইকে রক্ষা করা; অপরদিকে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ধ্বংস করে যে সব বড় বড় কনক্রিটের ইমারত তৈরি হচ্ছে তাকে রোখা।

আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধে ও জোরদার হয়। এর ফলে এস. এস. ডি. এ. বহু ক্ষেত্রে এই কাজে যেভাবে এগোচ্ছিল তা কিছুটা প্রতিহত হলেও, এই কাজ থেকে যে এস. এস. ডি. কে পুরোপুরি রোখা গেছে সেটা বলা যায় না। তবে যেমন ব্যাপকভাবে নগরায়ণের লক্ষ্য নিয়ে এস. এস. ডি. এ. এগোচ্ছিল তা কিছুটা রোখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তারা যে কাজগুলি শুরু হয়েছিল, আরো বড় আকারে না হলেও, সেগুলি কিছু কিছু হয়েছে। ফলে খোয়াই-এর অনেক অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই সময় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও রবীন্দ্র অনুরাগী মহাশ্বেতা দেবী 'আমরা সবাই' -এর আহ্বানে শান্তিনিকেতনকে বাঁচাতে নিজেই এগিয়ে আসেন। এস. এস. ডি. এ.-র এই কাজে, বিশেষ করে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, তিনি গর্জে ওঠেন। যে লাহাবাঁধে পারিযায়ী পাখিরা আসত, যেখান থেকে আসে-পাশের গ্রামের সাঁওতাল রমনীরা খাওয়ার জল, রান্নার জল নিয়ে যেতে— সেই লাহাবাঁধ বাঁচাতেও মহাশ্বেতা দেবীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। শান্তিনিকেতনের এই এলাকাকে রক্ষা করতে বাংলা তথা ভারতের বহু বিশিষ্ট জনকে এনে তিনি এক গণ- আন্দোলন রক্ষা করতে বাংলা তথা ভারতের বহু বিশিষ্ট জনকে এনে তিনি এক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিজ্ঞানী পার্থ ঘোষও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলন বড় আকার নেয়, এমনকি এই বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। প্রতিবাদ স্বরূপ মহাশ্বেতা দেবী একটি থামে পদাঘাত করেছিলেন। সারা রাজ্যে এক রিট প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ফলে এস. ডি. এ. শান্তিনিকেতনের বৃহত্তর এলাকা জুড়ে যে সব বিলাসবহুল প্রাসাদোপম নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করেছিল তা নিশ্চিতভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবীর এই আন্দোলনের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে সোনাঝুড়ির পিছন দিকের অনেক এলাকায় এস. এস. ডি. এ.-র নির্মাণ কাজের যে পরিকল্পনা ছিল, এই আন্দোলনে ফলে সেই কাজও থেমে যায়। পরে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ওই পদ থেকে চলে যান। এরপর এস. এস. ডি. এ. আর নতুন করে ওই ধরনের নির্মাণ কাজ শুরু করার সাহস দেখায়নি।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা সোমনাথ চট্টোপাধায়কে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ধ্বংসের কাণ্ডরী হিসেবে মনে করতেন। উনি শান্তিনিকেতনকে বহুতল বাড়িতে ভিরে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন একটা ছুটি কাটানো বা বেড়ানোর জায়গা করে গড়ে তুলতে। রবীন্দ্রনাত চেয়েছিলেন প্রাকৃতিক ও আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষার বিস্তার, কিন্তু এস. এস. ডি. এ. -র কার্যকালাপে সেটাই বিঘ্নিত হয়েছে।